গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

বাংলা কথাসাহিত্যের মানচিত্র ক্রমশই এখন বর্ণময় ও প্রসারিত। কথাসাহিত্য আসলে জীবনের আলোছায়া, দহন ও দীপ্তির, মেঘ ও রৌদ্রের শিল্পিত প্রকাশ। পর্ব থেকে পর্বান্তরে কথাসাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে, বদল ঘটেছে অন্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে। আমরা জানি, কথাসাহিত্যের একটা দিক ছোটগল্প। সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প এগিয়ে চলছে আজও।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম 'আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)'। কেনইবা এই সময়পর্বকে বেছে নেওয়া হল তার উত্তরে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের যে টানাপোড়ন; তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ছোটগল্প কতোটা প্রভাবিত, এককথায় এই সময় পর্বে গল্পের যথার্থ রূপটিকে তুলে ধরাই এই গবেষণার বিষয়। এটা সত্যি যে, সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেহেতু ছোটগল্প যুগযন্ত্রণার ফসল, তাই সময় ও সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব ছোটগল্পে পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই স্বাভাবিক ভাবে, প্রবহমান সময়ের চলমান ছবি গল্পের মধ্যে ধরা পড়বে। সাতচল্লিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ছোটগল্পের বদল ঘটেছে অনেক আগেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাসের সঙ্গে ছিল দেশভাগের যন্ত্রণা। আর তারপর থেকে উদ্বাস্তু আগমন। ফলে স্বাভাবিকভাবে গল্প লেখকের রচনায় উঠে এসেছিল দেশভাগের বেদনা, তথা ঘর ছেড়ে আসার কান্নার ছবি। শুধু তাই নয় অর্থনৈতিক ভারসাম্য যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনি দারিদ্র্য আর বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে কৃষি অবহেলিত থেকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে গল্পের মধ্যে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলো গল্পকারেরা। শুরু হল ছোটগল্পের নতুন আন্দোলন, যার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল 'ছোটগল্পের নতুন রীতি'।

সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল কর। ধারা বদলের বা নতুন একটা রীতির প্রবর্তনের প্রত্যাশা থেকেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয় বরং এর মধ্যে একটা আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল। বিদ্রোহ তাঁদের কারোরই অভিপ্রেত ছিল না। তবুও তাঁরা পুরাতন রীতি প্রকরণ বিন্যাস ত্যাগ করতে চেয়েছিল। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় বিমল কর সম্পাদিত সংকলন 'এ দশকের গল্প'। যেহেতু এই সময়টা বাংলা ছোটগল্পের জগতের উল্লেখযোগ্য দিক তথা বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাই এই সময়কে সামনে রেখে আমাদের গবেষণার বিষয়কে নির্বাচন করেছি। জানিয়ে রাখি যে 'এ দশকের গল্প'-এর প্রকাশকাল থেকে ১৯৮০ সালে জানুয়ারি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল— এই কালপর্বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্পের অন্তর্জগতে যে ভাঙাগড়ার তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে তাই-ই গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ।

সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটিকে নিম্নোক্ত অধ্যায় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছিল।

প্রথম অধ্যায় : **প্রাগ্‌ভাষ**
দ্বিতীয় অধ্যায় : **সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি**
তৃতীয় অধ্যায় : **আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)**
চতুর্থ অধ্যায় : **রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)**
পঞ্চম অধ্যায় : **মূল্যবোধের বিপর্যয় ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)**
ষষ্ঠ অধ্যায় : **শেষ কথা**

প্রথম অধ্যায়

প্রাগ্‌ভাষ

এই অধ্যায়ে একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্পের একটি ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। এমনকি এই সময় পর্বের অন্তর্ভুক্ত গল্পকারদের ছোটগল্পগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। কেনইবা ১৯৬০-১৯৮০-র কালপর্ব বাংলা ছোটগল্পের জগতে তাৎপর্যময়, কেনই এই সময়টা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠলো তাও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এক নির্দিষ্ট কালপর্ব (১৯৬০-১৯৮০) ও তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্পই এই গবেষণার বিষয়। এই সময়টা অন্য সময় থেকে পৃথক। একথা বলা যায় কোনো মুহূর্ত অন্য মুহূর্তের মতো নয়, প্রত্যেক মুহূর্ত একক ও অনন্য। সাহিত্যের ধারা কোনো বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। তবুও লেখকের রচনায় তাঁর দেশ ও কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যে কালের মোড়ক থেকে লেখক প্রতিভার আলোক দান করেন, সেই মোড়কটি না জানলে আলোর প্রকৃত স্ফুরণ বুঝে ওঠা কঠিন। বর্তমান সময়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের নানা দ্বন্দ্ব জটিলতা ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যক্তির অন্তহীন জীবন-জিজ্ঞাসা, মূল্যবোধের সংকট প্রভৃতি কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত। যেহেতু কথাসাহিত্যের অন্যদিক ছোটগল্প তাই সময় ও সমাজের ছাপ ছোটগল্পে থাকবেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন বিশেষ করে এই সময়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, প্রতিবাদ ও সম্পূর্ণ নতুন পথ খোঁজার সময় এবং মুক্তির দশক বলে চিহ্নিত হল। তার উত্তরে বলা যায়, এই সময়ে

বিমল করের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ছোটগল্পের নতুন আন্দোলন। যার মুখপত্র ছিল ‘ছোটগল্পের নতুন রীতি’। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত বিমল কর সম্পাদিত সংকলন ‘এ দশকের গল্প’। জীবনের প্রতি গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বুদ্ধিপ্রধান নাগরিকতা, আত্ম-আবিষ্কার, মানবিক আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা লেখকের গল্পে ফুটে উঠেছিল। মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা গল্প লিখেছিলেন এই সময়ে। শুরু হয়েছিল শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন ও হাংরি জেনারেশন আন্দোলন।

এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার টানাপোড়ন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ফলে অবহেলিত কৃষি ও ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। শুরু ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের। অন্যদিকে ১৯৬২-তে চীন ও ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়ায় ভারতকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হল। পাশাপাশি ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসীদের আঘাত দিল। এই অবস্থায় ব্যক্তির মূল্যবোধ ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের প্রতিফলনে বাংলা ছোটগল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো। আবার শুরু হল নকশাল আন্দোলন। যার প্রসার কাল ১৯৬৭-১৯৭২। ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এই আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অসীম রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় প্রমুখের ছোটগল্পে এই বিপন্ন সময়ের ছবি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া ১৯৬৮-তে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার ভাঙন শুরু হয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পটে সভ্যতার পরিত্রাতা রূপে উঠে এলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬৫-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনা পাঠাল ভিয়েতনামে। চে গুয়েভারার মৃত্যু হয় ১৯৬৭-তে। এই সময়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জুড়ে ছাত্র আন্দোলন হয়। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে (১৯৪৫-১৯৭৫)। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয় ১৯৬৬-তে। পঞ্চাশের

দশকের শেষে ফ্রান্সে হয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে ছাঁচ ভাঙার আন্দোলন, যা গড়িয়ে যায় ষাটের দশকে এবং বিশ্বসাহিত্যে প্রভাব ফেলে। জেমস জয়েস, কাফ্‌কা, কাম্যুর রচনার সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। ১৯৭১-তে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম।

অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় ১৯৭৭-তে বামফ্রন্টের সর্বাত্মক জয় এবং ১৯৮০-তে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দিল্লির ক্ষমতা দখল। সুতরাং বলা যায়, ১৯৬০-১৯৮০-তে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে টানাপোড়নের সময়। এই সময় অনেক ছোটগল্পকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কলম ধরেছেন, উঠে এসেছে দেশ-কাল-সমাজের কথা। এই কথা তুলে ধরার প্রয়াস আলোচ্য গবেষণা প্রকল্প।

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)

সমাজ বিবর্তনে অর্থনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির আড়ালে থাকে সামাজিক মানুষের ওঠা নামা তথা ভাঙাগড়ার কাহিনি। এককথায় বলা যায় মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকা প্রধান ও শেষ কথা। সমাজ-অর্থনীতির বৈষম্যে মানুষের প্রতিবাদও প্রকাশ পায়। ১৯৬০-১৯৮০-র এই কালপর্ব আর্থ-সামাজিক দিক থেকে টানাপোড়নের সময়। স্বাধীনতার পর অনেক সময় কেটে গেলেও অবহেলিত কৃষি ও ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর প্রধান্য দেওয়ায় কৃষি ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে পড়লো। ফলে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা গভীর সংকটের সম্মুখীন হল। কৃষি ও শিল্পের নতুন করে সমন্বয়-সাধনের অভাবে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠলো। এমনকি চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হল। এরপর বাংলায় শুরু হল নকশাল আন্দোলন। জীবন ধারণের ন্যূনতম মান ধরে রাখার সংকটগুলি অর্থাৎ খাদ্য-আশ্রয়-অস্তিত্বের সংকটগুলি বড় হয়ে উঠলো। তাছাড়া জমিদারের প্রভাব, জমিদারের অত্যাচারে মানুষের

জীবনের দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এরপরেই অবশ্য জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ ও খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ শুরু হয়। ফলে সামাজিক মানুষের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এই সময় বাংলার বুক থেকে অশান্তি যেন পিছু হটছিল না। শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসন, যুক্তফ্রন্টের ভাঙন, ১৯৭৭ বামফ্রন্টের জয়, ১৯৮০ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা লাভ। এই আর্থ-সামাজিক অস্থিরতায় মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, শিল্পীর চিত্তেও হতাশার সময়। এমতাবস্থায় অসীম রায়ের 'বদলি', 'হরিদ্বারের সন্ধ্যা', 'ভারতবর্ষ'; দেবেশ রায়ের 'দাহনবেলা', 'উদ্বাস্তু', 'দখল', 'ক্ষুধায় জন্ম মৃত্যু' ইত্যাদি; দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'স্বয়ম্বর সভা', 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রমুখ; দিব্যেন্দু পালিতের 'শোক সভা', মানুষের মুখ ইত্যাদি; মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়েন', 'স্তনদায়িনী', বিছন', 'জল', 'ভাত', 'নুন' ইত্যাদি গল্পে এই সময়ে ছবি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তথা আরো অনেক ছোটগল্পকারের গল্পে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণের চিত্র পাই।

চতুর্থ অধ্যায়

মূল্যবোধের বিপর্যয় ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)

মূল্যবোধ অর্থাৎ Sense of Values মানুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। এই মূল্যবোধ মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা নির্ভর। অন্যের জন্য দুঃখবরণ, পরোপকার এ সবই সংস্কৃতিবান মানুষের মূল্যচেতনার সম্পদ। ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থেকেই মূল্যবোধের উদ্ভব। আসলে মানুষের মধ্যে যে প্রবৃত্তি আছে তাকে জয় করাই মূল্যবোধ। মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কথা রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে আজকের গল্পেও লক্ষ করা যায়। এই সময়ে (১৯৬০-১৯৮০) সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নিত্যনতুন জটিলতা ব্যক্তি মানুষের মনে সংকটের ছায়া ফেলেছিল। ফলে এই অস্থির সময়ের সংকটের করুণ যন্ত্রণাবোধ মানুষের

মূল্যবোধের বিপর্যয়কে যেন তীব্র করে তুলেছিল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মানুষের ওঠা পড়ায় মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটাই স্বাভাবিক। মানুষের অসহায়তাবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাবোধ এই সময়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। মূল্যবোধের বিপর্যয়ের প্রতিফলনে বাংলা ছোটগল্পের এই পর্যায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিপন্ন অস্থির ও জটিল সময়ে অনেক ছোটগল্পকার তাদের গল্পে মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কথাকে তুলে ধরেছিলেন। অসীম রায়ের 'হরিদ্বারের সন্ধ্যা', ইত্যাদি, দেবেশ রায়ের 'উদ্বাস্তু', 'ক্ষুধার জন্ম মৃত্যু' ইত্যাদি, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রহরা', 'অশোকবন' ইত্যাদি, দিব্যেন্দু পালিতের 'বিবেক', 'মানুষের মুখ' ইত্যাদি, মহাশ্বেতাদেবীর 'সাঁঝ সকালের মা', 'জগন্নাথের রথ' ইত্যাদি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'দশ বছর একদিন' ইত্যাদি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছায়া পূর্বগামিনী' ইত্যাদি গল্পে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের বিপর্যয়ে মানুষের বিভিন্ন সংকটের অবস্থানকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। আরো অন্যান্য গল্পকারের গল্পেও মূল্যবোধের সংকটের ছবি উঠে এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)

১৯৬০-৮০-র সময়টি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার দলিল। এই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সমাজের মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে নাড়া জাগিয়েছিল। খাদ্য-বাসস্থান-নিরাপত্তাহীনতায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের মনকে অস্থির করে তুলেছিল। বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে এই সময়টা হল অস্থির এবং সংকটময়। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ, ৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ৬৬-তে খাদ্য আন্দোলন, ৬৮-তে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসন, ৬৭-তে নকশাল আন্দোলনের সূচনা, ৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ আন্দোলন, ৭৭-এর ক্ষমতা দখলের আন্দোলন তথা ছোট ছোট আরো অনেক রাজনৈতিক অন্দোলন যেমন সংগঠিত হয়েছিল

তেমনি আন্তর্জাতিক স্তরেও তা বিস্তার লাভ করেছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথা সকল স্তরের মানুষকে করুণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এইসব আন্দোলনকে কেউ সমর্থন করেছেন কেউবা করেননি। এই সময়ে বহু গল্পকার এই অস্থির, বিপন্ন সময়কে সামনে রেখে কলম ধরেছিলেন। তাঁদের ভাবনায় উঠে এসেছে এই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক চিত্র। অসীম রায়ের 'অনি', 'শ্রেণীশত্রু' ইত্যাদি, মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী', 'নুন' প্রভৃতি, দিব্যেন্দু পালিতের 'গুপ্ত বিপ্লব'-এর মতো আরো অনেক গল্প, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক অনুসরণকারী'-র মতো গল্পে, সমরেশ বসুর 'শহীদের মা'-র প্রভৃতি; দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হওয়া না হওয়া', 'শোকমিছিল' ইত্যাদি এইসব গল্পকারের গল্পে এই সময়ের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ছবি পাই। তাছাড়া অন্যান্য গল্পকারের গল্পেও এই সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণের ছবি ফুটে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ কথা

১৯৬০-৮০ বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিশেষ তাৎপর্যময়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল বাতাবরণে মানুষের টালমাটাল অবস্থা। এই জটিল অবস্থা শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও দেখা গিয়েছিল। এই সময়ের হতাশা, সংকট, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা, আস্থাহীনতা এবং নৈরাশ্যের ইঙ্গিত ধরা পড়েছে বিভিন্ন ছোটগল্পকারের ছোটগল্পে। প্রাগ্‌ভাষ থেকে শুরু করে অধ্যায় পরম্পরায় এই জটিল প্রেক্ষাপট ও এই প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলা ছোটগল্পের মূল্যায়ণ করা হয়েছে। প্রাগ্‌ভাষে যে চক্রাবর্তনের সূচনা শেষ কথায় সেই চক্রাবর্তনের উপসংহার রচনা করা হয়েছে অর্থাৎ গবেষণা-প্রকল্পের সিদ্ধান্ত রচনা করা হয়েছে।